ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ

শেখ হাসিনার মুলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং ঃ ৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৩৯.২০১৫/৭৪৩ তারিখঃ ১৫/০৮/২০২০

বার্তা সম্পাদক
দৈনিক সমকাল
ঢাকা।

বিষয়ঃ **প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ।**

১৪ আগষ্ট, ২০২০ তারিখে আপনাদের **"দৈনিক সমকাল"** পত্রিকার প্রথম পাতায় **" অভিযোগের স্তুপ, তবুও তিনি ১১ বছর এমডি"** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টি গোচর হয়েছে। হাস্যকর এ শিরোনামটি আপনার পত্রিকার 'হেডলাইন নিউজ'ও বটে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপঃ

প্রকাশিত সংবাদটি মনগড়া, অসত্য, ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। এরুপ মানহানীকর সংবাদ প্রকাশ 'সমকাল' এর মতো সংবাদপত্রের কাছে অপ্রত্যাশিত, অনাকাংখিত এবং অতীব দুঃখজনক। প্রতিবেদনের শুরুটাই অসত্য। বর্তমান এমডি পদে নিয়োগ নিয়ে যে তথ্য দেয়া হয়েছে এটাও সত্য নয়। আবেদনের যোগ্যতা না থাকলে তিনি কিভাবে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেলেন! আর ঢাকা ওয়াসা বোর্ড, মন্ত্রনালয়সহ প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায় থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেন! প্রকারান্তরে, প্রতিবেদক সরকারকেই চ্যালেঞ্জ করে বসেছেন। এছাড়া দুর্নীতির অভিযোগের তথ্যটি মনগড়া এবং অসত্য। কেননা ওয়াসা বোর্ড "ওয়াসা অ্যাক্ট ১৯৯৬" এর আলোকে এমডি নিয়োগ দিয়ে থাকে। বর্তমান এমডির' ক্ষেত্রেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। ২০০৯ সালের পর ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পরবর্তীতে যতোবার নিয়োগ মেয়াদ বর্ধিত করা হয়েছে তাও বিধি মোতাবেকই সম্পন্ন হয়েছে, আর তা সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমেই হয়েছে।

"ঘুরে দাঁড়াও ঢাকা ওয়াসা কর্মসূচী" নিয়ে প্রতিবেদক ব্যর্থতার যে কাব্য রচনার চেষ্টা করেছেন তা হাস্যকর। গত এগারো বছরে ঢাকা ওয়াসা প্রকৃতই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। একটি লোকসানী সংস্থা আজ লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়েছে। সংস্থা এই কর্মসূচীর আলোকে মোটা দাগে বেশকিছু সাফল্য অর্জন করেছে, যা দেশে ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশংসা কুঁড়িয়েছে। যেমন, ২৪/৭ নগরবসীদেরকে পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা, রাজস্ব আয় তিন গুণের বেশি বৃদ্ধি পাওয়া, শতভাগ অনলাইন বিলিং সিস্টেম চালুকরণ। রাজধানীর সকল নিম্ন আয়ের বস্তিবাসীদেরকে বৈধ এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ নেটওয়ার্কের আওতায় আনা, সিস্টেম লস ৪০% থেকে ২০% এর নিচে নামিয়ে আনা বিশেষ করে ডিএমএ এলাকায় ৫-৭% নামিয়ে আনা বর্তমান প্রশাসনের অন্যতম সাফল্য। এছাড়া ঢাকা ওয়াসা এডিবি কর্তৃক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার **"বেস্ট ওয়াটার ইউটিলিটি"** হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। সেজন্য ঢাকা ওয়াসাকে দক্ষিণ এশিয়ার **'রোল মডেল'** হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অতএব, অনিয়ম-দুর্নীতির ধোয়া তুলে একটি মহল এসব সাফল্যকে ধামাচাপা দিতে মানহানীকর অসত্য তথ্য পরিশেনের অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, যা অনাকাঙ্খিত এবং অগ্রহণযোগ্য।

সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় প্রায় ৩৮০০ কোটি টাকা। EPC/Turnkey ভিত্তিতে নিয়োজিত চীনা ঠিকাদারের সাথে চুক্তিমূল্য ছিল ২৯০.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা অপরিবর্তিত থাকে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষে সাকূল্যে ব্যয় দাঁড়ায় প্রায় ৩৪৫০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, প্রকল্পের মূল

নির্মাণ ব্যয় অপরিবর্তিত থাকলেও বিভিন্ন সময়ে ডলারের বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প ব্যয় বাড়লেও চুক্তিমূল্যের সমুদয় অর্থ ঋণদাতা China Exim Bank কর্তৃক সরাসরি মার্কিন ডলারে পরিশোধ করায় প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় বাড়েনি। **অথচ প্রতিবেদক এ প্রকল্পের ব্যয় বলছেন সাত হাজার কোটি টাকা।** এছাড়া কে-১০ এর পরিবর্তে কে-৯ পাইপের ব্যবহার উচ্চ পর্যায়ের কারিগরী কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এবং স্পেসিফিকেশন মোতাবেক প্রকল্পে কে-৯ পাইপ ব্যবহার করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে, দুদকও অনুসন্ধান চালিয়েছে এবং প্রকল্প কাজ প্রায় ১ (এক) বছর বিলম্বিত হয়েছে। এখানে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কোন অবকাশ নেই। পাইপ ফেটে যাওয়ার মতো কোন ঘটনা ঘটেনি।

পানির খনিতে পানি নেইঃ এটিও একটি অসত্য তথ্য। পানি না থাকলে ঢাকা ওয়াসা এ প্রকল্প থেকে পানি সরবরাহ করছে কিভাবে?

সাভার উপজেলার তেঁতুলঝরা-ভার্কুতা এলাকায় ওয়েলফিল্ড নির্মাণ (১ম পর্ব) প্রকল্পটি ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার মডেলিং (IWM) কর্তৃক পরিচালিত একটি স্টাডির রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে গ্রহণ করা হয়েছিল। উক্ত ফিজিবিলিটি স্টাডি রিপোর্ট অনুযায়ী মিরপুর এলাকার পানি সমস্যার মধ্যবর্তী সমাধান হিসেবে দুই পর্যায়ে ৩০ কোটি লিটার পানি সরবরাহের সুপারিশ করা হয়েছিল। সে প্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক প্রথম পর্যায়ে তেঁতুলঝরা-ভার্কুতা প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫ কোটি লিটার পানির শোধনাগারটি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।
প্রকল্পটির মূল মেয়াদকাল ছিল জুলাই ২০১২ ইং হতে জুন ২০১৬ ইং পর্যন্ত। ভূমি অধিগ্রহণের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুন ২০১৯ ইং পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়। এ প্রকল্পের সম্পূর্ণ বরাদ্দ তুলে নেয়ার তথ্যটি সঠিক নয়। বাস্তবে প্রকল্পটি ৫৭৩.০০ কোটি টাকায় অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পটি ৫৩৫.৪৪২ কোটি টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত করা হয়। অর্থ্যাৎ ৩৭.৫৫৮ কোটি টাকা বা ৬.৫৫% কম ব্যয়ে প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়। শুষ্ক মৌসুমে প্রকল্প এলাকায় ব্যক্তি মালিকানাধীন চাপকলে পানি উত্তোলনে সমস্যা দেখা দিলে ঢাকা ওয়াসা হতে তৎক্ষণিকভাবে চাপকল মডিফিকেশন কাজ করার মাধ্যমে সাময়িকভাবে পানি উত্তোলনে সমস্যা সমাধান করা হয়। এছাড়া স্থানীয়দের জন্য পানি সরবরাহ লাইন স্থাপনের মাধ্যমে শুষ্ক মৌসুমে এলাকায় ব্যক্তি মালিকাধীন চাপকলে পানি উত্তোলন সমস্যার স্থায়ী সমাধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আলোচ্য প্রকল্পটি মূলত দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হয় এবং বাংলাদেশ সরকারের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন ২০১৯ ইং এ সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটির মেয়াদকালে কোরিয়ান ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান Hyundai Rotem Company (Korea) কর্তৃক পাম্পের পানি শোধনে দুটি আয়রন অপসারণ প্লান্ট, একটি ভূ-উপরিস্থ জলাধার, SCADA Control System সহ একটি অফিস ভবন, ৪২ কিলোমিটার পানি সরবরাহ লাইন এবং ৪৬ টি গভীর নলকূপ স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে; যার মধ্যে ৩৮ টিতে পাম্প হাউজ, বাউন্ডারি ওয়াল ও ডেলিভারি লাইনসহ আনুষাঙ্গিক কাজ সম্পন্ন করে চালু করা হয়েছে। তবে অবশিষ্ট ০৮ টি জায়গায় স্থাপিত গভীর নলকূপ কম্পাউন্ডে ভূমি অধিগ্রহণের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে ক্ষতিপূরণের চেক না পাওয়ায় ভূমি মালিকগণের বাঁধার কারণে পাম্প হাউজ, বাউন্ডরী ওয়াল, ডেলিভারি লাইন ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম স্থাপন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পটির মেয়াদকাল সমাপ্ত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Hankuk Engineering Consultants (HEC) এর তত্ত্বাবধানে এবং সুপারিশক্রমে শুধুমাত্র সম্পন্নকৃত কাজের বিপরীতে চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্প হতে স্থাপিত সকল স্থাপনাই সচল অবস্থায় রয়েছে। তবে বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে পানি উৎপাদন ও সরবরাহে কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রতি বছরই বাড়ছে পানির দামঃ এটিও বাস্তব চিত্রের সঠিক প্রতিফলন নয়। মুদ্রাস্ফিতি, পানি পরিশোধনের মালামালের (ক্লোরিন, ব্লিচিং ইত্যাদি) মূল্য বৃদ্ধি, যন্ত্রাংশের মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি, সনাতনী সরবরাহ ব্যস্থা থেকে সর্বাধুনিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় আনয়ন ইত্যাদি কারনে প্রতি বছরই পানির ট্যারিফ সমন্বয় করতে হয়। এ সবই বিদ্যমান বিধি ব্যবস্থার আলোকেই করা হয়ে থাকে।

দুই পরিচালকের পিছনে ব্যয় কোটি টাকাঃ এটিও অসত্য। ঢাকা ওয়াসার অর্গানোগ্রামে উল্লেখিত ৪ টি ডিএমডি পদের মধ্যে একজন সরকারের যুগ্ম সচিব ডেপুটেশনে আছেন। বাকি ৩ টি পদে হাইকোর্টে মামলা থাকায় নিয়োগ প্রক্রিয়া স্থগিত আছে। ঢাকা ওয়াসার কারিগরি কার্যক্রমকে সচল রাখার জন্য ঢাকা ওয়াসা বোর্ড 'ওয়াসা আইন-১৯৯৬' এর প্রবিধানমালা ২০১০ এর সংশ্লিষ্ট ধারামতে ২ বছর বা ডিএমডি নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত ৩ জন পরিচালকের নিয়োগ প্রদান করে। এখানে নিয়মের কোন বাত্যয় হয়নি। তাদের পিছনে বাড়তি কোন ব্যয় হচ্ছে না। প্রতিবেদক যে খরচের হিসেব দিয়েছেন তা তাঁর কল্পনা প্রসূত ও অসত্য।

জনাব রবিউল কাইজারের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট দূর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় ও যথা নিয়মে তদন্ত করে দোষী প্রমানিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। তিনি ঢাকা ওয়াসা ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে বলে প্রতিবেদক যে বক্তব্য দিয়েছেন তা গর্হিত মিথ্যাচার। দূর্নীতির সাথে রাজনৈতিক বা অন্য কোন পরিচয় বিবেচনায় অনা হয় নাই।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, একটি কুচক্রী মহল, তাদের অযাচিত স্বার্থ বাধাগ্রস্থ হওয়ায়, বরাবরই বর্তমান প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিষেদাগারে নিয়োজিত ছিলো। বর্তমান ওয়াসা কর্তৃপক্ষ মনে করে, আলোচ্য প্রতিবেদন তাদেরই ধারাবাহিক প্রপাগান্ডার অংশ। কোন কর্মকর্তা/কর্মচারির বিরুদ্ধে সুনিদিষ্ট কোনো অভিযোগ পেলে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেয়, নিয়েছে এবং নিয়ে থাকে। বর্তমান প্রশাসন দুর্নীতির অভিযোগে একাধিক প্রকৌশলী/কর্মকর্তা/কর্মচারীকে আইনানুগ শাস্তি প্রদানসহ চাকুরিচ্যুতও করেছে। সুতরাং দুর্নীতির বিস্তার নয় বরং বর্তমান প্রশাসন সরকারের 'জিরো টলারেন্স নীতির' সাথে একাত্ব হয়ে দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরেছে। তথাপিও উক্ত কুচক্রী মহল ঢাকা ওয়াসা তথা সরকারের উন্নয়ণ অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্থ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চায়, কারো বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ পেলে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়।

উল্লেখ্য, বর্তমান মাননীয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ঢাকা ওয়াসার সার্বিক উন্নয়ণ কর্মকান্ড মনিটরিং করছেন এবং ওয়াসার উন্নয়ণ/অগ্রগতিতে সন্তোষ্টি প্রকাশ করেন। এসব ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিয়ে এমডি'র একার পক্ষে কোনো একতরফা সিদ্ধান্ত নেয়ার সুয়োগ নেই। সুতরাং এ সব দুর্নীতির অভিযোগ মিথ্যা, বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন। ঢাকা ওয়াসার অগ্রযাত্রাকে বাঁধাগ্রস্থ করাই এরুপ প্রতিবেদনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলে প্রতিয়মান হয়।

এমতাবস্থায়, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের **"দৈনিক সমকাল"** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ঢাকা ওয়াসা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

১২/৮/2020

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।